স্বপ্নবিলাসামৃতম্

—————— ০ঃ✳ঃ০ ——————

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর প্রণীতম্

প্রকাশক—

শ্রীপ্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

স্বপ্নবিলাসামৃতম্

)ঃ০ঃ(

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুরেণ

প্রণীতম্।

(তৎকৃত টীকা সহিতঞ্চ)

সাউরী প্রপন্নাশ্রমতঃ

শ্রীপ্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রিণা

প্রকাশিতম্।

প্রকাশকের নিবেদন
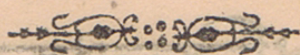
পরম কৃপালু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় এই 'স্বপ্নবিলাস' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও রচনার মাধুর্য্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, উৎকৃষ্ট কাব্য রচনার কৃতিত্ব প্রভৃতি মহাকবির উপযোগী অপূর্ব্ব গুণ সমূহে সমলঙ্কৃত। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারাও যদি অনুবাদের সাহায্যে গ্রন্থখানির অনুশীলন করেন, তাহা হইলেও রসাস্বাদনে বিমোহিত হইবেন। অতএব স্বপ্নবিলাসের রসাস্বাদন করার জন্য শ্রীভক্তমণ্ডলীকে আমার বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ জন্য ভাগবত প্রবর শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র নাথ দাস খাটুয়া মহোদয় অর্থ সাহায্য করিয়া ভজনকারী শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম উপকার সাধন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহার এইরূপ সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

শ্রীসৌভাগ্য চতুর্থী
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬৮, বঙ্গাব্দ ১৩৬০

বিনীত—প্রকাশক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

স্বপ্নবিলাসামৃতম্
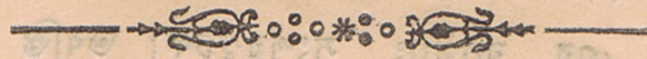
প্রিয় স্বপ্নে দৃষ্টা সরিদিনসুতেবাত্র পুলিনং,
যথা বৃন্দারণ্যে নটনপটবস্তত্র বহবঃ।
মৃদঙ্গাদ্যং বাদ্যং বিবিধমিহ কশ্চিদ্দ্বিজমণিঃ,
স বিদ্যুদ্‌গৌরাঙ্গঃ ক্ষিপতি জগতীং প্রেমজলধৌ ॥১॥

টীকা—রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী-শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং, রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥ ইত্যাদিপদ্যানাং সত্ত্বগুণাবলম্বিনাং সাত্বতসিদ্ধান্তসূচকেনাষ্টকেন রাধাকৃষ্ণস্বপ্নবিলাসামৃতেন মহাপ্রভোরবতার-লীলামাহ। প্রিয় স্বপ্নে ইতি। পদ্যার্থো যথা। রাধাকৃষ্ণস্য যঃ প্রণয়স্তস্য বিকৃতিঃ পরিণামরূপা হ্লাদিনী শক্তিরূপা চ। অস্মাদ্ধেতোরেকাত্মানাবপি তৌ পুরা রাধাকৃষ্ণৌ দেহভেদং গতৌ। অধুনা তু ঐক্যতাং প্রাপ্তং তদ্দ্বয়ং রাধাকৃষ্ণেতিদ্বয়ং চৈতন্যাখ্যা যস্য তথাভূতং সৎ প্রকটং কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি। কীদৃশং রাধায়া ভাবদ্যুতিভিশ্চ সুবলিতং যুক্তমিতি। অত্র পদ্যে বহ্বাশঙ্কা উৎপদ্যন্তে। যথা একাত্মানাবপি দেহভেদং গতাবিত্যত্র পুরা কিং একদেহ এবাসীৎ? স চ যদি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বরূপমেব তদা শ্রীরাধাস্বরূপং

নাসীদিতি। এক এবাত্মা চিদ্রূপঃ দেহদ্বয় রূপেণ পরিণতো ভূত্বা ক্রীড়াঞ্চকার ইত্যুক্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণোভয়স্বরূপস্বাভাবোধন্যতে। যদি চৈতন্যস্বরূপেণৈবাত্মনো-রৈক্যমাসীদিত্যুচ্যতে তদাপি পূর্ব্বোক্ত এব দোষঃ স্যাদিতি। অধুনা চৈতন্যাখ্যং প্রকটমিত্যনেন পুরা চৈতন্যদেবো নাসীদিতি স্বয়মায়াতি। যদি ক্বাপি সময়ে রাধাকৃষ্ণস্বরূপেণ ক্বাপি সময়ে মহাপ্রভুস্বরূপেণ ইত্যাদি প্রকারেণ সর্ব্বা এব ব্যাখ্যাঃ সংশয়সূচকা ভবন্তি শ্রীবিগ্রহলীলাদে-রনিত্যত্বকথনাৎ। তথাহি মহাবারাহে। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ। পরমানন্দ-সন্দোহাঃ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। ইত্যাদি প্রমাণেন ভগবদ্বিগ্রহাণাং সর্ব্বেষা-মেব নিত্যত্বে দৃঢ়ীকৃতত্বাৎ পূর্ব্বোক্তমায়াবাদিনাং মতং নাদরণীয়ং। এবঞ্চে-দ্ব্যাখ্যান্তরেণ প্রকৃতসিদ্ধান্তমাহ। কেচিৎ সন্দেহাপত্তিঃ ক্রিয়ন্তে তন্নিরাসার্থং অত উক্তং সর্ব্বসংশয়নিবর্ত্তকমষ্টকমিদমিতি। প্রকৃতমনুসরামঃ। প্রিয়স্বপ্নে দৃষ্টেতি। হে প্রিয়! হে শ্রীকৃষ্ণ! যথা বৃন্দারণ্যে ইনঃ সূর্য্যস্তস্য সুতা শ্রীযমুনা তথা স্বপ্নে ময়া কাপি সরিন্নদী দৃষ্টা, যথা বৃন্দারণ্যে পুলিনং তথা তত্রাপি পুলিনং দৃষ্টং, যথা অত্র নটনপটবস্তথা তত্রাপি নটনপটবো দৃষ্টাঃ। বিবিধমৃদঙ্গাদ্যং বাদ্যং যথা ইহ তথা তত্রাপি দৃষ্টং। কশ্চিজদ্দ্বিমণির্দৃষ্টঃ যথা আবাং তথা ইতি পশ্চাদুক্তং ভাবি। বিদ্যুদিব গৌরাঙ্গঃ স দ্বিজমণিঃ প্রেমজলধৌ জগতীং ক্ষিপতি। অত্র লীলাবিশিষ্টরাধাকৃষ্ণাভ্যাং লীলাবিশিষ্টশ্চৈতন্যদেবো দৃষ্ট ইত্যনেন সর্ব্বাবতারলীলাদীনাং নিত্যত্বং স্বত এবায়াতং। মহাপ্রভোঃ প্রাকট্যে রাধিকায়া অপি প্রাকট্যাৎ একদৈব রাধাভাবকান্তিযুক্তচৈতন্যদেবস্য রাধা-কৃষ্ণয়োর্লীলাসহিতদর্শনাৎ সর্ব্বশঙ্কা নিরস্তেতি ভাবঃ॥১॥

তাৎপর্য্যার্থ—'রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি' ইত্যাদি পদ্য ও সাত্বতসিদ্ধান্তসূচক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের 'স্বপ্নবিলাসামৃত' অষ্টক দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর অবতারলীলা বলিতেছেন—'প্রিয় স্বপ্নে' ইত্যাদি শ্লোকে। 'রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি' শ্লোকের

অর্থ বলিতেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের বিকার অর্থাৎ পরিণামরূপা ও হ্লাদিনী শক্তিরূপা। এই হেতু একাত্মা হইলেও পুরাকালে তাঁহারা (রাধাকৃষ্ণ) দেহ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ দুই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই দুই একীভূত হইয়া যে শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন, সেই রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি। কি প্রকার রাধার ভাব-কান্তি দ্বারা সুবলিত? এই পদ্যে বহু আশঙ্কা উৎপন্ন হইতেছে। যথা—তাঁহারা একাত্মা হইলেও পুরাকালে দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বাক্যে পূর্ব্বে কি এক দেহই ছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীরাধা-স্বরূপ ছিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—একাত্মাই চিদ্রূপ দেহদ্বয়ে পরিণত হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ইহা বলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়স্বরূপই স্বভাব-সিদ্ধ হইল। আবার যদি বল, সেই রাধাকৃষ্ণ এক হইয়া চৈতন্যস্বরূপে প্রকট হইয়াছেন, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আসিতেছে। যেহেতু, 'অধুনা চৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন' বলিলে, পূর্ব্বে চৈতন্যদেব যে ছিলেন না, ইহা স্বতঃই আসে। আবার যদি কোন সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণস্বরূপ ও কোন সময়ে শ্রীমহাপ্রভুস্বরূপ—এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে সকল ব্যাখ্যাই সংশয়সূচক হইয়া পড়ে। কারণ, তাহাতে শ্রীবিগ্রহ ও লীলাদির অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। মহাবারাহে বলিয়াছেন,—'পরমেশ্বরের সকল দেহ নিত্য, শাশ্বত, হানোপাদান রহিত এবং প্রকৃতিজাত নয়, আর তাহা পরমানন্দসন্দোহ, জ্ঞানমাত্র ও সর্ব্বব্যাপী। এই সব প্রমাণের দ্বারা সকল ভগবদ্‌বিগ্রহেরই নিত্যত্ব দৃঢ়ীকৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মায়াবাদী মতকে অনাদর পূর্ব্বক ব্যাখ্যান্তরের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। কেহ কেহ সন্দেহা-পত্তি করিলে তাহার নিরসন জন্য সর্ব্বসংশয় নিবর্ত্তকরূপ এই অষ্টক বলিতেছেন।

১। হে প্রাণনাথ! আমি অদ্য স্বপ্নে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়াছি। আমাদের এই যমুনার মত কোন এক নদী, আর এই যমুনা যেমন শ্রীবৃন্দাবনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; সেই নদীও সেই স্থানকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত; এখানে যেমন পুলিন বন ও উপবনাদি রহিয়াছে, সেখানেও তেমন পুলিন বন ও উপবনাদি রহিয়াছে। যেমন এখানে বহু বহু নটনপটু সখীগণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমন সেখানেও বহু বহু নটনপটু ভক্তগণকে দেখিলাম। যেমন এখানে মৃদঙ্গাদি বহুবিধ বাদ্য, সেইস্থানেও এইরূপ মৃদঙ্গাদি বহুবিধ বাদ্য ধ্বনি দ্বারা মুখরিত। আরও এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, কোন এক দ্বিজমণি, বোধ হয় যেন তুমি কি আমি (?) কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় গৌর কান্তি এবং নিজ সদৃশ পরিকরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে যেন চরাচর বিশ্বকে প্রেমসমুদ্রে মগ্ন করিতেছেন।

কদাচিৎ কৃষ্ণেতি প্রলপতি রুদন্ কর্হিচিদসৌ,
ক্ব রাধে হা হেতি শ্বসিতি পততি প্রোজ্ঝতি ধৃতিম্।
নটত্যুল্লাসেন ক্বচিদপি গণৈঃ স্বৈঃ প্রণয়িভি,
স্তৃণাদি ব্রহ্মান্তাং জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ॥২॥

টীকা—অসৌ গৌরাঙ্গঃ কদাচিদ্রুদন্ হে শ্রীকৃষ্ণ ইত্যুচ্চার্য্য প্রলপতি। কদাচিদসৌ হাহেতি উক্ত্বা হা রাধে ত্বং কুত্র বর্ত্তসে ইত্যুচ্চার্য্য শ্বসিতি পততি ধৃতিং প্রোজ্ঝতি ক্বচিদুল্লাসেন নটতি স গৌর উক্তপ্রকারেণ প্রণয়িভিঃ স্বৈ র্গণৈঃ সহ প্রলাপাদিকং কুর্ব্বন্ তৃণাদিব্রহ্মান্তাং জগদতিশয়াং রোদয়তি।২।

তাৎপর্য্যার্থ—তিনি কখনও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে করিতে প্রলাপ করিতেছেন। কখনও বা 'হা রাধে, তুমি কোথায় আছ?' বলিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধৈর্য্যশূন্য হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার কখনও বা অত্যন্ত উল্লাসবশতঃ নিজ প্রণয়ীভক্তবৃন্দের সহিত নৃত্য

করিতে করিতে তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই চরাচর বিশ্বকে প্রেম প্রদান করত অতিশয় রোদন করিতেছেন ॥২॥

ততো বুদ্ধির্ভ্রান্তা মম সমজনি প্রেক্ষ্য কিমহো,
ভবেৎ সোঽয়ং কান্তঃ কিময়মহমেবাস্মি ন পরঃ।
অহঞ্চেৎক্ক প্রেয়ান্মম স কিল চেৎকাহমিতি মে,
ভ্রমো ভূয়ো ভূয়ানভবদথ নিদ্রাং গতবতী ॥৩॥

টীকা—ইত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা মম বুদ্ধি ভ্রান্তা সমজনি। ভ্রান্তিপ্রকারমাহ। মম নাম-গ্রহণাদিপ্রকারং দৃষ্ট্বা অয়ং দ্বিজমণির্য্যমকান্তো যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সএব ভবেৎ। কিল সএব চেৎ তদহং ক কুত্র। এবং শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণাদি প্রকারং দৃষ্ট্বা অয়ং দিজমণিরহমেবাস্মি ভবামি। অহঞ্চেৎ মম প্রেয়ান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ক কুত্র বর্ত্ততে ইতি শেষঃ এবম্প্রকারেণ মে ভূয়ান্ ভ্রমো ভূয়ো বারম্বারমভবৎ। অথানন্তরং নিদ্রাং গতবতী ॥৩॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে আমার বুদ্ধিভ্রান্তি উপস্থিত হইল, কেননা যখন তাঁহাকে 'রাধে রাধে' বলিয়া রোদন করিতে দেখিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, এই দ্বিজমণি কি আমার প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণ? যেহেতু, তিনি আমার বিরহে এই প্রকার রোদন করিয়া থাকেন। আবার যখন তাঁহাকে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে দেখিলাম, তখন মনে হইল যে, এই দ্বিজমণি আমিই—অপর কেহ নয়। আবার মনে হইল, এ যদি আমিই হই, তবে আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? আবার ইনি যদি শ্রীকৃষ্ণই হন, তবে আমিই বা কোথায়? এই প্রকার বারম্বার চিন্তা ও বিতর্ক করিতে করিতে আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইল এবং সেই অবস্থাতেই নিদ্রাভিভূত হইলাম ॥৩॥

প্রিয়ে দৃষ্ট্বা তাস্তাঃ কুতুকিনি ময়া দর্শিতচরী,
রমেশাদ্যা মূর্ত্তীর্নখলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ।

কথং বিপ্রো বিস্মাপয়িতুমশকৎ ত্বাং তবকথং,

তথা ভ্রান্তিং ধত্তে সহি ভবতি কো হন্ত কিমিদং ॥৪॥

টীকা—শ্রীরাধায়াঃ স্বপ্নং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ। প্রিয়ে ইতি। হে কুতুকিনি হে প্রিয়ে ময়া দর্শিতচরী দর্শিতপূর্ব্বাস্তাস্তা রমেশাদ্যা মূর্ত্তীর্নারায়ণাদ্যামূর্ত্তীর্দ্দৃষ্ট্বা ভবতী কর্ত্রী বিস্ময়ং খলু নাগাৎ নাসীৎ। স বিপ্রঃ কথং কেন প্রকারেণ ত্বাং বি..পয়িতুমশকৎ। এবম্ভুতায়াস্তব চিত্তং তথাভ্রান্তিং কথং ধত্তে। স বিপ্রঃ কো ভবতি হন্ত বিস্ময়ে। ইদং কিমদ্ভুতং ইত্যর্থঃ॥ রমেশাদ্যামূর্ত্তীরিত্যত্র বহুবচনেন ধন্যতে। একদা তু নারায়ণ মূর্ত্তিঃ স্বয়মেব দর্শিতা। অন্য সময়েতু শ্রীরাধয়া কৌতুকবশাদুক্তং; হে কৃষ্ণ! নারায়ণ-মূর্ত্তিং দর্শয়; কাপি সময়ে রঘুনাথ মূর্ত্তিং দর্শয় ইত্যুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্তাস্তাং মূর্ত্তিং দর্শয়ামাস শেষশায়িরূপং শ্রীকাম্যবনে ব্যক্তমধুনাপ্যাস্তি। এবং ক্বাপি সময়ে কৌতুকবশাৎ পরস্পর কথালাপে শ্রীরাধিকয়া উক্তং। রহস্যলীলাজন্যং সুখাদিকং পুরুষস্য চাঞ্চল্যবশাদ্ যথা স্ত্রিয়ো জানন্তি তথা স্ত্রীণাং মনোগতং পুরুষা ন জানন্তি। তদা শ্রীকৃষ্ণ আহ তবমনোগতং ময়াতু একমূর্ত্ত্যা সদৈবানুভবামি। তদা সা আহ মিথ্যৈব উচ্যতে। ততঃ স আহ সত্যমেব পুনঃ সহি তাং মূর্ত্তিং দর্শয়। অতএব মহাপ্রভোঃ স্বপ্নে দর্শনং কারয়ামাস। ইতি ভাবঃ॥৪॥

তাৎপর্য্যার্থ—শ্রীরাধিকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে কুতুকিনি! হে প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে রমেশাদির মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ। অর্থাৎ কৌতুকবশতঃ কোন সময়ে আমাকে বলিয়াছ যে, হে প্রাণনাথ! তোমার নারায়ণ মূর্ত্তি দেখাও, আবার কখনও বলিয়াছ, তোমার রামচন্দ্র মূর্ত্তি দেখাও, কোনও সময়ে বা অনন্ত শেষশায়ী মূর্ত্তি দেখাইতে বলিয়াছিলে; কিন্তু সেই সকল মূর্ত্তি অবলোকনে তুমি এতাদৃশ বিস্মিত হও নাই। এক্ষণে সেই দ্বিজমণি কিরূপে তোমার চিত্তে বিস্ময় জন্মাইতে সমর্থ হইলেন? আর কেনই বা তোমার ভ্রান্ত ধারণা হইল যে, 'সেই কি আমি?

না তুমি ?'। যদিও কৌতুকবশতঃ কোন সময়ে বলিয়াছিলে যে, রহস্য-বিলাসজনিত সুখাদি স্ত্রীজাতি যেরূপ অনুভব করিতে পারে, পুরুষজাতি সেরূপ পারে না। কেন না, তাহাদের চিত্তবৃত্তি চঞ্চল। আবার পুরুষের মনোগত অভিপ্রায় স্ত্রীজাতি যেরূপ জানিতে পারে, স্ত্রীজাতির মনোগত অভি-প্রায় পুরুষে সেরূপ জানিতে পারে না। হে কুতুকিনি! তোমার সেই কথার উত্তরে বলিয়াছিলাম যে, আমি এক স্বরূপে সর্ব্বদাই তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকি। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, 'হে চতুর চূড়ামণি! ইহা তোমার মিথ্যা কথা।' যদিও আমি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলাম, আমি সত্যই বলিতেছি। তখন তুমি আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিলে, 'তোমার সেই মূর্ত্তি দেখাও দেখি।" সম্ভবতঃ এক্ষণে সেই মূর্ত্তিই স্বপ্নে দর্শন করিয়াছ। অর্থাৎ সেই ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে নিজ শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ স্বপ্নে দর্শন করাইয়াছিলেন ॥৪॥

ইতি প্রোচ্য প্রেষ্ঠাং ক্ষণমথপরামৃশ্য রমণো,
হসন্নাকূতজ্ঞং ব্যনুদদথ তং কৌস্তুভমণিং।
তথা দীপ্তিং তেনে সপদি স যথা দৃষ্টমিতি ত-
দ্বিলাসানাং লক্ষ্মং স্থিরচরগণৈঃ সর্ব্বমভবৎ ॥৫॥

টীকা—ইত্যনেনাবহিত্থয়া প্রতারণবাক্যমুক্ত্বা রমণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষণং পরামৃশ্য হসন্ আকূতজ্ঞমভিপ্রায়জ্ঞং কৌস্তুভং ব্যনুদৎ অকরোৎ স কৌস্তুভমণিঃ সপদি তৎক্ষণাদেব তথাদীপ্তিং তেনে স্থিরচরগণৈস্তস্য সমাগ্বিলাসানাং লক্ষ্মংচিহ্নং যথাদৃষ্টমিব স্বপ্নে দৃষ্টং তথা সর্ব্বমভবৎ ॥ 'দ্বাদশস্কন্ধীয় একাদশাধ্যায়ে' কৌস্তুভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতিবিভর্ত্ত্যজঃ। অত্র টীকা। কৌস্তুভস্য ব্যপদেশেন স্বরূপেণ স্বাত্মজ্যোতিঃ শুদ্ধং জীবচৈতন্যং কৌস্তুভস্যেব বিহিতং বিভূতিং ধত্তে ॥৫॥

তাৎপর্য্যার্থ—এইরূপ প্রিয়নর্ম্ম অথচ প্রতারণাব্যঞ্জক বাক্য বলিতে বলিতে রমণমণি শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার প্রতি চটুল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন

এবং ক্ষণকাল চিন্তার পর ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আপনার মর্ম্মজ্ঞ সেই কৌস্তুভমণিকে ঈঙ্গিত করিলেন। আর সেই কৌস্তুভমণিও তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রভায় উদ্দীপ্ত স্থাবর জঙ্গমের সহিত সেই সকল স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা অর্থাৎ যেরূপ রহস্য বিলাসাদি স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎ সমুদয় প্রকাশ করিলেন।৫॥

বিভাব্যাথ প্রোচে প্রিয়তম ময়া জ্ঞাতমখিলং,
তবাকূতং যত্ত্বং স্মিতমতনুথাস্তত্ত্বমসি মাং।
স্ফুটংযন্নাবাদী র্যদভিমতিরত্রাপ্যহমিতি,
স্ফুরন্তী মে তস্মাদহমপি স এবেত্যনুমিমে॥৬॥

টীকা—অথ শ্রীরাধিকা বিভাব্য প্রোচে কিমাহ। হে প্রিয়তম! তবাখিলমাকূতং ময়া জ্ঞাতং। কিং তত্রাহ। যৎ যস্মাৎ ত্বং স্মিতমতনুথাঃ স্মিতং চকর্থ তৎ তস্মাৎ স গৌরস্ত্বমসি ত্বং ভবসি। স্ফুটংব্যক্তং যথাস্যাত্তথা নাবাদারিত্যনেন তথাহমপ্যত্রেতি মে অভিমতিরভিমানং যৎযস্মাৎ স্ফুরন্তী প্রদীপ্তা সতী ভাতি তস্মাদহমপি স গৌর এব ইত্যনুমিমে তেনাভিমানদ্বারৈব মমাত্রাবস্থিতি র্গম্যতে॥৬॥

তাৎপর্য্যার্থ—অনন্তর শ্রীরাধিকা স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা জাগ্রতাবস্থায় সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আহা! যাঁহার পরম প্রিয়াবোধে গৌরবিণী, সেই চতুর শিরোমণির চাতুর্য্যের এত প্রাচুর্য্য যে, তাহা পরিসংখ্যা করা দুঃসাধ্য। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, হে প্রিয়তম! আমি তোমার সমুদয় অভিপ্রায় জানিতে পারিলাম। এই গৌরাঙ্গই তুমি। যদিও তুমি—আমাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছ না, তথাপি তোমার মৃদুহাস্যেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আর তুমিই যে গৌরাঙ্গ, তোমার অভিমানেও তাহা স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইতেছে এবং আমিও যে ঐ গৌরাঙ্গ, তদ্রূপ আমারও অভিমান স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ও অনুভব হইতেছে। বিশেষতঃ আমার ভাব ও কান্তিদ্বারা ঐ গৌরাঙ্গমূর্ত্তি সুবলিত হইয়াছে ৬॥

যদপ্যস্মাকীনং রতিপদমিদং কৌস্তুভমণিং,
প্রদীপ্যাত্রৈবাদীদৃশদখিলজীবানপি ভবান্।
স্বশক্ত্যাবির্ভূয় স্বমখিলবিলাসং প্রতিজনং,
নিগম্য প্রেমাব্ধৌ পুনরপি তদা ধাস্যসি জগৎ ॥৭॥

টীকা—যৎযস্মাৎ অস্মাকীনং রতিপদংরতেরাস্পদং স্থানং কৌস্তুভমণিং প্রদীপ্য প্রকাশ্য অত্র কৌস্তুভমণাবেব ভবান্ অখিলান্ জীবানপি অদীদৃশৎ পুনঃপুনর্দর্শয়ামাস। অপিশব্দাৎ স্বয়মপি স্বশক্ত্যা আবির্ভূয় স্বমাত্মনমখিল-বিলাসঞ্চ প্রতিজনং জনং জনংপ্রতি নিগম্য ব্যক্তমুক্ত্বাজগৎ পুনরপি প্রেমাব্ধৌ আধাস্যসি ॥৭॥

তাৎপর্য্যার্থ—যদিও আমাদের পরস্পরের বিহারাস্পদরূপে এই কৌস্তুভ-মণির প্রদীপ্ত প্রভায় উভয়ের আসক্তিও প্রকাশিত, তথাপি এই কৌস্তুভ-মণিতেই তুমি সমুদয় জীবকে বারম্বার ধারণ করিয়া থাক এবং উহাতেই তুমি সমুদয় লীলা বারম্বার প্রদর্শন করাইলে উপলব্ধি হইত যে, তুমি স্বয়ংই যেন নিজশক্তির সহিত আবির্ভূত হইয়া আপনাকে ও আপনার লীলাকে আপনিই প্রকাশিত করিয়া পুনরায় তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই চরাচর বিশ্বকে প্রেমসাগরে নিমজ্জিত করিবে।৭॥

যদুক্তং গর্গেণ ব্রজপতিসমক্ষং শ্রুতিবিদা,
ভবেৎ পীতোবর্ণঃ ক্বচিদপি তবৈতন্নহি মৃষা।
অতঃ স্বপ্নঃ সত্যো মম চ ন তদা ভ্রান্তিরভব-
ত্ত্বমেবাসৌ সাক্ষাদিহ যদনুভূতোঽস্যি তদৃতম্ ॥৮॥

টীকা—তব ক্বচিৎ পীতবর্ণোভবেদিতি শ্রুতিবিদা গর্গেণ ব্রজপতের্নন্দস্য সমক্ষং যদুক্তমেব তদ্বাক্যং মৃষা নহি। অতো মম স্বপ্নোঽপি সত্যঃ ন চ মম

ভ্রান্তিরভবৎ। অসৌ গৌরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব ইহ যদনুভূতোঽসি অনুভববিষয়ো ভবসি তদপি ঋতং সত্যং ॥৮॥

তাৎপর্য্যার্থ—সর্ব্বজ্ঞ গর্গমুনি বলিয়াছিলেন যে, 'শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"—ইহা পরম সত্য। কেবল তাঁহার বাক্য অনুসারে নহে; আমিও জাগ্রতাবস্থায় তাহা অনুভব করিলাম অর্থাৎ তোমারই পীতবর্ণ। অতএব আমার স্বপ্ন সত্যই হইতেছে—আমার কোন ভ্রান্তি নাই। এই গৌরাঙ্গই সাক্ষাৎ তুমিই। অতএব আমার অনুভব সত্য।৮॥

পিবেদ্‌যস্ত স্বপ্নামৃতমিদমহো চিত্তমধুপঃ,
স সন্দেহস্বপ্নাত্ত্বরিতমিহ জাগর্ত্তি সুমতিঃ।
অবাপ্তশ্চৈতন্যং প্রণয়জলধৌ খেলতি যতো,
ভৃশং ধত্তে তস্মিন্নতুলকরুণাং কুঞ্জনৃপতৌ ॥৯॥

টীকা—যস্ত চিত্তমধুপ ইদমাশ্চর্য্যং স্বপ্নামৃতং পিবেৎ স সুমতিঃ ঝটিতি ইহ সন্দেহস্বপ্নাজ্জাগর্ত্তি। ততশ্চৈতন্যমবাপ্তঃ প্রেমজলধৌ খেলতি। যতোঽতুল-করুণাং তস্মিন্ কুঞ্জনৃপতৌ শ্রীকৃষ্ণে ভৃশং ধত্তে ॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপ্রণীতং সটীকস্বপ্নবিলাসামৃতং সমাপ্তং।

তাৎপর্য্যার্থ—যাঁহার চিত্তরূপ ভ্রমর এই আশ্চর্য্য স্বপ্নবিলাসরূপ মকরন্দ পান করিবে, সেই সুমতি অচিরে সন্দেহরূপ স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইবেন। অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীশচীনন্দন কি না? এই সংশয় হইতে মুক্ত হইবেন এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণয় সাগরে সন্তরণ করিবেন। যেহেতু, সেই কুঞ্জরাজ শ্রীকৃষ্ণের যে অতুল করুণা, তাহাই তাঁহাকে ধারণ করিবে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কৃপাভাজন হইবেন।৯॥

মহাজনকৃত

স্বপ্নবিলাসামৃতের পদাবলী

(১)

নিধুবনে দুহুঁ জনে, চৌদিকে সখীগণে, শুতিয়াছে রসের অলসে। নিশি শেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি, কান্দি কান্দি কহেন বঁধু-পাশে ॥ উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ, এক যুব গৌরবরণ। কিবা তার রূপঠাম, যিনি কত কোটি কাম, রসরাজ রসের সদন ॥ অশ্রু কম্প পুলকাদি, ভাব ভূষা নিরবধি, নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া। অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি, মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥ নবজলধর রূপ, রসময় রসকূপ, ইহা বই না দেখি নয়নে। তবে কেন বিপরীত, হেন হৈল আচম্বিত, কহ নাথ! ইহার কারণে ॥ চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত, দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে। তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন, (এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥ এতেক কহিতে ধনি, মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি, বিদগধ রসিক নাগর। কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি, হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥

(২)

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত, বিদগধ রসময় কান। আপনাক ভাবে ভাব প্রকাশিতে ধনি অনুমতি ভেল জান ॥ সুন্দরি! যে কহিলে গৌরস্বরূপ। কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনে, মোহে করবি হেন রূপ ॥ কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরীমা, কৈছন

সুখে তুহুঁ ভোর। এতিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, কি কহব না পাইয়ে ওর ॥ ভাবিয়ে দেখিনু মনে, তুহারি স্বরূপ বিনে, এসুখ আস্বাদ কভু নয়। তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি, নদীয়াতে করব উদয় ॥ সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা, জগতে বিলাব প্রেম ধন। বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়, না ভজিনু মুই নরাধম ॥

(৩)

বঁধুহে! শুনইতে কাঁপাই দেহা। তুহুঁ ব্রজজীবন, তুয়া বিনু কৈছন, ব্রজপুর বান্ধব থেহা ॥ জল বিনু মীন, ফণী মণি বিনু তেজয়ে আপন পরাণ। তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন ব্রজপুর গতি তুঁহু জান ॥ সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি, পাওবি কোন হি সুখ। কিয়ে আন জন, (তুয়া) মরমহি জানব, ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥ বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসয়ি, তুঁহু বর নাগর কান। অহর্নিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব, তেজব সবহুঁ পরাণ ॥ অগ্রজসঙ্গে, রঙ্গে যমুনাতটে, সখা সঙে, করবি বিলাস। পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম পরকাশবি, না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥

(৪)

শুনহুঁ সুন্দরি! মঝু অভিলাষ। ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥ গোপ গোপাল সব জন মেলি। নদীয়া নগর পরে করবহুঁ কেলি ॥ তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম। অবিরত বদনে বোলব তুয়া নাম ॥ ব্রজপুর পরিহরি কবহু না যাব। ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ ॥ ব্রজপুর ভাবে পূরব মনকাম। অনুভবি জানল দাস বলরাম ॥

(৫)

এত শুনি বিধুমুখী, মনে হ'য়ে অতি সুখী, কহে, শুন প্রাণ-নাথ তুমি। কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য, সেইরূপ দেখিব হে আমি॥ আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে, অসম্ভব হইবে কেমনে। চূড়াধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে, কাল গৌর হইব কেমনে? এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ। আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা, ভাব প্রেমময় সব অঙ্গ॥ নিধুবনে এই ক'য়ে, দুহুঁ তনু এক হ'য়ে, নদীয়াতে হইলা উদয়।সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রেমবন্যায় জগত ভাসায়॥ বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন, ব্রজবাসী সখা-সখী সঙ্গে। বৈষ্ণবদাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ, না হেরিলাম সে সুখ তরঙ্গে॥

সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থিত শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থ-ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি —

১। শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু—মূল্য ২৲ টাকা ২। ঐ বিন্দু মূল্য ।০ ৩। শ্রীরসতত্ত্ব গীতাবলী (গীতাংশ) মূল্য ৷৵০ ৪। শ্রীসেবাসঙ্কল্প মূল্য—৩৲ ৫। শ্রীসদ্যুক্তি সোপান ১ম+২য় (একসঙ্গে) মূল্য—৷৷০ আনা ৬। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত— মূল্য ৮৲ টাকা (১ম খণ্ড) ৭। উপদেশামৃত মূল্য—৵০ আনা ৮। শ্রীভাগবতধর্ম্ম মূল্য—৪৲ টাকা ৯। শ্রীবৈষ্ণবকণ্ঠমালা —৷৵০ ১০। সিদ্ধোপদেশাবলী মূল্য—৴০ ১১। কল্যাণ কল্পতরু মূল্য—৷৵০ ১২। একাদশী ব্রত ব্যবস্থা মূল্য—৷৴০ ১৩। দীক্ষা ও মন্ত্রজপ বিধি মূল্য—০ ১৪। আত্মবোধ মূল্য—৵০ ১৫। শ্রীনামতত্ত্বরহস্য ১৬। শ্রীগুরুতত্ত্ববিবেক ১৭। শ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী ১৮। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ১৯। স্মার-সিকী লীলাস্মরণ পদ্ধতি ২০। রাগানুগা ভজন রহস্য ২১। শ্রীরূপানুগ ভজন দর্পণ ২২। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ২৩। ভজনরত্নসম্পুট ২৪। শ্রীরাধারস-সুধানিধি ২৫। শ্রীকৃষ্ণলীলা মহিমা ২৬। স্বপ্নবিলাস ২৭। সাধ্যসাধন নির্ণয় ২৮। সঙ্কল্প কল্পদ্রুম ২৯। শ্রীভক্তিতীর্থ চরিতামৃত (১ম খণ্ড) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ৩০। স্বপ্নবিলাসামৃতম মূল্য ।০

প্রাপ্তিস্থানঃ—"সাউরী প্রপন্নাশ্রম" পোঃ—সাউরী, জেলা মেদিনীপুর।

—প্রিণ্টার—
শ্রীমৃণাল কান্তি দাস, আনন্দ-ভবন আর্ট প্রেস, কোতবাজার, মেদিনীপুর।